দৈনিক সংবাদ

NOV 19 2002

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড

এবার যারা এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে, তারা দু'বছর আগে 'রেজিস্ট্রেশন' করেছিল; কিন্তু এখন পর্যন্ত শিক্ষা বোর্ডগুলো থেকে স্কুলগুলোতে রেজিস্ট্রেশন কার্ড পাঠানো হয়নি। ফলে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে গিয়ে দেশের ১০ লাখের বেশি পরীক্ষার্থী চরম বিপাকে পড়েছে বলে জানা গেল।

আগামী ২৫শে নভেম্বরের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের পূরণ করা ফরম শিক্ষা বোর্ডে পাঠাতে বলা হয়েছে। অথচ শিক্ষা বোর্ডগুলো রেজিস্ট্রেশন কার্ডের বদলে মাত্র তিনটি তথ্যসংবলিত 'একটি কাগজ' স্কুলগুলোতে পাঠিয়েছে। ফরম পূরণ করার জন্য অন্তত সাতটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দরকার। রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সে সাতটি তথ্যের সঙ্গে পূরণ করা ফরমের তথ্যে সামান্যতম গরমিল হলেই 'কম্পিউটার' প্রবেশপত্র আটকে দেবে এবং পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। অর্থাৎ ঠিকমতো ফরম পূরণ করাটা পরীক্ষার্থীদের 'জীবন-মরণ' প্রশ্ন। রেজিস্ট্রেশন কার্ডে কিভাবে তথ্য দেয়া হয়েছে, তা না জেনে ছাত্রছাত্রীদের ফরম পূরণ করা সম্ভব নয় বলে সবাই মনে করছেন।

নিয়ম হচ্ছে, নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের পূরণ করা রেজিস্ট্রেশনের তথ্যসংবলিত কার্ড এসএসসির ফরম পূরণের আগে স্কুলগুলোতে পাঠাতে হবে। দায়িত্বটা শিক্ষা বোর্ডগুলোর। বোর্ডগুলো এ কাজে ব্যর্থ হয়েছে। আজকাল রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে পরীক্ষার ফরম মিলিয়ে প্রবেশপত্র ইস্যু করে কম্পিউটার। এ কাজে ফরম ও কার্ডের মধ্যে তথ্যের গরমিলের কোন অবকাশ নেই। এখন ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিয়ে যা হয়েছে তা তেমন কোন জটিল সমস্যা নয়। ২৫শে নভেম্বরকে সামনে রেখে তিনি বলেন, 'খুব শিগ্গির' ছেলেমেয়েরা রেজিস্ট্রেশন কার্ড পেয়ে যাবে। আবার তিনি একথাও নাকি বলেছেন, বিষয়টি পুরোপুরি তার জানা নেই। এটা হলো আমাদের দেশের শিক্ষা কর্মকর্তাদের দায়িত্ববোধ ও 'সেন্স অফ আরজেন্সি'র একটা নমুনা।

রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিয়ে বছরভর টেন্ডার, তদবির, দলবাজি ও আপত্তি চলতে চলতে ফরম পূরণের সময় চলে আসে বলে পত্রান্তরে অভিযোগ করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন কার্ড শেষ হয়ে যাওয়ায় এ বছর 'আন্তর্জাতিক টেন্ডার' আহ্বান করা হয়। টেন্ডার নিয়ে ঘটে নানা অঘটন। সরকারিদলের কিছু প্রভাবশালী নেতা ও ঠিকাদারের মধ্যে শুরু হয় তদবিরের প্রতিযোগিতা। দু'দফা টেন্ডারের পর তৃতীয় দফায় টেন্ডারদাতা চুক্তিভঙ্গ করে নিম্নমানের কাগজ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন কার্ড তৈরি করলে শিক্ষা বোর্ডগুলো তা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। কার্ডের বদলে শিক্ষা বোর্ডগুলো তিন তথ্যের যে কাগজ পাঠিয়েছে, তা দিয়ে ফরম পূরণ সম্ভব নয় বলে স্কুলগুলো বলছে।

রেজিস্ট্রেশন কার্ড হাতে না থাকায় তথ্য বিভ্রাটের ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ফরম পূরণ করতে বাধ্য হবে। সামান্য গরমিলের জন্য হয়ত তারা পরীক্ষা দিতে পারবে না। শিক্ষা বোর্ডের গাফিলতির জন্য পরীক্ষার্থীরা কার্ড পায়নি, অথচ চরম খেসারত তাদেরই দিতে হবে কেন। যাদের জন্য রেজিস্ট্রেশন কার্ড পাঠাতে বিলম্ব হলো তাদের কাজকর্মের তদন্ত হওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে তাদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে এসবের পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। আর রেজিস্ট্রেশন কার্ড হাতে না পাওয়া পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করতে হবে না এবং তার জন্য ফরম পূরণের সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়াটাই সমীচীন হবে। এসব কাজে গোঁজামিল দেয়ার অবকাশ নেই। আমাদের শিক্ষা কর্মকর্তারাও যদি তা না বোঝেন তবে শিক্ষা ব্যবস্থাটাই রসাতলে যাবে।